কালের কণ্ঠ

তারিখ 13 DEC 2015
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম 2

# নান্দাইলে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা বর্জন

**ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি ▷**

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার নিভিয়াঘাটা ফাজিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা গতকাল শনিবার বার্ষিকের নির্ধারিত পরীক্ষা দিতে পারেনি। মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির এক সদস্যকে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে আন্দোলনের মুখে প্রায় তিন শ শিক্ষার্থী পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে গেছে।

উপজেলার গাংগাইল ইউনিয়ন ওলামা লীগের সহসভাপতি এবং ওই মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচিত সদস্য মাওলানা খুরশেদ আলম অভিযোগ করেন 'নৈশ প্রহরী নিয়োগের ঘটনা নিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির বিদ্যোৎসাহী সদস্য নুরুল ইসলামের ছেলে মো. শাকিল মিয়া গত বৃহস্পতিবার আমাকে লাঞ্ছিত করেন। এ ঘটনার কোনো সমাধান না হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে পরীক্ষার্থীরা গতকাল মাদ্রাসার কার্যক্রম অচল করে দেয়।'

মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মো. আফতাব উদ্দিন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব। এর আগে কিছু করবেন না, প্লিজ।'

নান্দাইল উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আইনুল ইসলাম বলেন, 'পরীক্ষা বর্জনের ঘটনাটি মাদ্রাসা থেকে আমাকে কেউ অবহিত করেনি। এখন জেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

### নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

এদিকে পাশের উপজেলা ঈশ্বরগঞ্জের রাউলের চর আলিম মাদ্রাসায় দপ্তরি নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগে গতকাল সকালে মাদ্রাসায় তালা লাগিয়ে দেয় শিক্ষার্থীরা। এ কারণে ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময়ের সাড়ে তিন ঘণ্টা পর শুরু হয়েছে।

এই মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক আবুল হাশেম মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ বলেন, 'অফিস কক্ষে তালা দেওয়ার কথা শুনে অসুস্থ শরীর নিয়ে মাদ্রাসায় আসি। পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো. সরাফত আলীকে মাদ্রাসায় আসতে অনুরোধ করলেও তিনি আসেননি।'

এলাকার লোকজন জানান, সহকারী মৌলভী ও দপ্তরি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটি। একখণ্ড মূল্যবান জমির বিনিময়ে মাদ্রাসার পাশের বাসিন্দা মো. আমিনুল ইসলামকে দপ্তরি পদে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ওই পদে আরেকজনকে নিয়োগ দেওয়ার পাঁয়তারা করছেন কমিটির সভাপতি সরাফত আলী। এ খবর জানতে পেরে আমিনুল ইসলাম তাঁর পৈতৃক জমিজমার চারপাশে বেড়া লাগিয়ে দিলে মাদ্রাসায় ঢোকার প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনায় শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রেণিকক্ষে তালা ঝুলায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

ঈশ্বরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রুহুল আমীন বলেন, 'পরিস্থিতি সামাল দিতে কমিটির সভাপতিকে মাদ্রাসায় আসতে অনুরোধ করলেও তিনি আসেননি। পরে পুলিশের পক্ষ থেকে দপ্তরি নিয়োগের বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করা হবে মর্মে আশ্বাস দিলে ছাত্ররা তালা খুলে দেয়। দুপুর দেড়টার দিকে পরীক্ষা শুরু হয়।'